দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG. 1 1 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

46

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচী ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের ছুটি সংক্রান্ত চিঠির প্রতিবাদ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ, মহাসচিব মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, সহ-সভাপতি মোঃ শহীদুল্লাহ (ঢাকা), কাজী আঃ রাজ্জাক (খুলনা), মুহিবুর রহমান চৌধুরী (চট্টগ্রাম), কাজী মুজিবুর রহমান (বরিশাল), আঃ বারী (রাজশাহী), আঃ জলিল (সিলেট) এক যুক্ত বিবৃতিতে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচীর ব্যাপারে সম্প্রতি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের চিঠির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস সময়সূচী সকাল ৯টা থেকে ৫টা, শিক্ষকদের Lesson Plan করে ক্লাস নেয়ার এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে ছুটি মঞ্জুর করে প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বিভিন্ন অফিসে যাওয়ার জন্য আদেশ জারি করা হয়েছে। আদেশ সরকারী নীতিমালার সাথে সম্পর্কবিহীন। ১৯৯৫ সালে জারিকৃত কুখ্যাত জনবল কাঠামোতে একটি ক্লাসে ১১৯ জন ছাত্রের উপস্থিতিতেও ক্লাস নেয়ার কথা উল্লেখ আছে। একটি প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক চলে গেলে তার পরিবর্তে নতুন শিক্ষক নিয়োগে বাধা দেয়া হচ্ছে। Lesson Plan করে শিক্ষকদের পক্ষে তিনটি বিষয়ের বেশী ক্লাস নেয়া হবে হাস্যকর। যেখানে শিক্ষক সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হচ্ছে সেখানে Lesson Plan করে কিভাবে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক নিয়ে ক্লাস চালানো হবে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তাছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান সরকারী কর্মকর্তা, তাদেরও সময়মত অফিসে পাওয়া যায় না।

বিবৃতিতে বলা হয়, মফস্বলের স্কুলগুলোতে ছাত্রদের সকাল ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তাও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। অধিকাংশ স্কুলগুলোতে টিফিনের পর ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কমে যাওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ স্কুল ছাত্রদের স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা করে থাকেন। সরকারী এই আদেশে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সর্বমহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া মফস্বলে ছাত্রছাত্রীরা অনেক দূর থেকে স্কুলে আসে। শীতকালে ৫টার পর স্কুল ছুটি হলে দূরের ছাত্রীদের পক্ষে বাড়ী ফেরার নিরাপত্তা কে দেবে ইহাও আমাদের জিজ্ঞাসা।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করেন।